প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজই রয়ে গেছে। কক্ষচ্যুত যে দু-চারটি মুসলমান পরিবার সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দু মধ্যবিত্তের সমকক্ষ হবার সুযোগ পান এবং জেলা শহর কিংবা মহকুমা শহরে বসবাস করেন, তাদেরও গৃহনির্মাণ কিংবা সহনাগরিক হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সত্তার পরিচয়ই প্রাধান্য পায়; ফলে আত্মগ্লানি মনে বাসা বাঁধে, প্রবল ধাক্কা খায় হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি এবং ক্রমশই নড়বড়ে হতে থাকে তাদের সামাজিক ও শ্রেণিগত অবস্থান। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্থানে ব্যক্তি সর্বস্বতার বিকার নিয়ে ততদিন তারা বৃহত্তর স্বসমাজ ও শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে নিজেকে; আর সেই বিচ্ছিন্নতা থেকে আসে উদাসীনতা এবং উদাসীনতা ক্রমেই পরিণত হয় অবজ্ঞায় আর তার বাইরে অবস্থান করে বৃহত্তর গ্রামীণ মুসলমান সমাজ; তাদের মানুষ হয়ে বাঁচবার যাবতীয় সংগ্রাম লেখা থাকে বিপিএল কার্ডে। তৎসম সমাসবদ্ধ পদ নিয়ে কী সুন্দর সুন্দর সরকারি বরাদ্দের নামকরণ, উচ্চারণেও হা-ভাতেরা হোঁচট খায়, অথচ বরাদ্দ পায় না, বাস্তুঘুঘু কিংবা চেনাঘুঘু উড়ে বেড়ায় পঞ্চায়েতে-রেশন দোকানে। আর সংগঠিত বাহিনী ক্রমাগত স্লোগান দেয় 'সময় 'পরিবর্তনের। সংসদীয় গণতন্ত্রের মহান 'ভোটার' হয়ে বাঁচা জরুরি— তাই, তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। কী করে? — না মুরগি পোষো, ঝুড়ি বানাও, কাঁথা সেলাই করো। ভাইসব, তোমাদের সম্পদ নেই, সম্বল নেই, মুরগি পুষে ডিম বেচে, ঝুড়ি বেচে তোমরা সবলম্বী হও।"

মুরগি পুষতে গিয়ে ঘরে ঢোকে মুরগি পোষার বহুদলীয় রাজনীতি, ক্রমে রক্তের সম্পর্ক মুছে দেয় দলীয় সম্পর্ক, তাতে মাথা গরম হলে মাথাটাই মহান আদর্শে বলিপ্রদত্ত হয় মহান ভোটার, আর দীর্ঘজীবী হয় গণতন্ত্র। এদিকে সম্পর্কের ভাঙন ত্বরান্বিত করে আর্থিক নিঃস্বায়ন এবং তারপর যথারীতি ধর্ম অনিবার্য আশ্রয় নিয়ে হাজির হয়। পুলিশ, আদালত ও প্রশাসনের ত্রিস্তরীয় শাসন ও শোষণে ধ্বস্ত হয় পারিবারিক মূল্যবোধ বিশ্বাস ও সম্ভবনা। পুঁজিবাদী সমাজে দরিদ্র ব্যক্তিমানুষ এভাবেই ক্রমশ খর্বাকৃত হয় এবং স্বভাবতই জীবনের ভিত্তি, বিন্যাস ও তাৎপর্য খুঁজে বের করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

"দারিদ্র যতই ভয়াবহ ও প্রকট হোক, কেবল তাই দিয়ে কাউকে শনাক্ত করা হলে তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হল না। যাঁকে সম্মান করতে পারি না, তাঁর সমস্যাকে অনুভব করতে পারি কী? তিনি একজন ব্যক্তি, একটি পরিবারের প্রধান, কারো স্বামী, কারো ভাই, কারো ছেলে এবং নিজের ছেলেমেয়ের বাপ। পরিবারের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বি,য়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকেই। তাঁর মত না-খাওয়া ও আধ-পেটা খাওয়া মানুষের সমাজ আছে, সেখানেও তাঁর কিছু কিছু দায়িত্ব থাকে।"[৯] ফলত ব্যক্তিমানুষ ও তার সমাজের ভেতরকার স্পন্দন, সমাজবাস্তবতার গুঢ়লেখ সন্ধান, নির্মিত বাস্তবের বিনির্মাণ, তার অন্তঃস্থ দ্বন্দ্ব ও দ্বিত্ব, ভাবকল্প ও প্রতিকল্পের বিভঙ্গ, ব্যক্তির ও সমাজের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়া, শ্রেণিমাৎসন্যায়, প্রতাপের রাজনীতির (Hegemony) বিস্তার, আর নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর স্বপ্নদেখা ও স্বপ্নভঙ্গের বৃত্তান্ত, 'প্রান্তের অন্তর্বর্তী পৃথিবী'[১০], আর 'তল থেকে দেখা'[১১] ইতিহাস—প্রতিস্পর্ধী বয়ানের জন্ম দেয়।

সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির অখণ্ড ভাবনায় আর্থিক অনুষঙ্গ কিংবা 'উৎপাদন সম্পর্ক' গভীর বিশ্লেষণের বিষয়; আর উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য এখনও দেশের প্রধান

উৎপাদন সম্পদ হওয়ায় এই পেশায় নিয়োজিত বৃহত্তর গ্রামীণ মুসলমান কৃষকের আর্থিক ও শ্রেণিগত অবস্থান সুনির্দিষ্ট করতে হয়। একদিকে তেল, সার, হাইব্রিড বীজের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে ঋণগ্রস্ত কৃষকের ছটপটানি ও জমির উর্বরতা হ্রাস; অন্যদিকে, অনুন্নত মূলধন বাজার, অনিয়মিত ও অনিশ্চিত উৎপাদন-উপকরণের প্রাপ্যতা, কৃষিপণ্যের অনিয়ন্ত্রিত বাজার, গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাপক অবকাঠামোগত ব্যবধান; আর উদ্ধৃত্ত আত্মসাতের [১২] সঙ্গে কৃষক শ্রমের অবমূল্যায়ন (Deforestation) ও মধ্যস্বত্বভোগীর লালসা[১৩] এবং আরও বহুবিধ কার্যকারণ কৃষি উৎপাদনকে ক্রমশ অলাভজনক ও অসম্মানজনক করেছে। হাসিম সেখ আর রামা কৈবর্ত এখন লুম্পেন প্রলেতারিয়েত[১৪], অদক্ষতা নিয়েও পেশা বদলে আজ তারা অন্য রাজ্যে রাজমিস্ত্রী কিংবা জরির কারিগর সেজেছে। এখন তারা ইদে পরবে দলে দলে বাড়ি ফেরে, আর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে সর্বসান্ত হয়। আবার দলে দলে ভিনরাজ্যে যায় এবং এবার বাড়ি ফেরে মারণব্যাথি এড্‌স নিয়ে, রক্ত পরীক্ষা করতে যায় হাসপাতালে। এনজিও-গুলি এড্‌স-বিরোধী চেতনা শিবির আয়োজন করে; আর কৃষকের সন্তান এবার পেশা বদলে হয় ভিক্ষুক, ভ্যান-রিক্সার চালক, বাস-লরি-ট্রেকারের হেল্পার, গরু ছাগলের ব্যাপারী ও ইঁট ভাটার লেবার। আর এরসঙ্গে পদ্মা গঙ্গার বাৎসরিক ভাঙন এবং ভাঙন প্রতিরোধের দুর্নীতি ও রাজনীতির সঙ্গে সীমান্তের মাফিয়া-অর্থনীতি যুক্ত হয়ে সামাজিক ভারসাম্য শুধু নয়, নিয়তি-তাড়িত ও বারবার বাস্তাচ্যুত হতভাগ্যদের স্মৃতি ও সত্তায় রুক্ষতার অভিভব চিরস্থায়ী হয়। এই আর্থ-সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা-বিন্যাস ও উত্তরণের গর্ভেই সুপ্ত থাকে সংস্কৃতির বিষয়-আশয়।

নগরজীবন-যাপনে ধর্মহীন বা ধর্মের বাঁধন আলগা হলে সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদাহানির সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু কলকাতার বাইরে মফঃস্বল, আধাশহর, বিশেষত গ্রামীণ জীবনাচরণে ধর্মের ভার ও ভূমিকা প্রবল; ফলে মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলি যথাক্রমে সুযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বিস্তারের অভিপ্রায়ে মুসলমানকে 'আরও বেশি মুসলমান' হওয়ার দায়দারি হাঁক ছাড়ে। কোরাণ ও হাসিদের 'অতিব্যাখ্যা' এবং ধর্মীয় নিয়মনীতি পালনের ক্রমবর্ধমান ভিন্নতা ও ভণিতা—প্রয়াশ সংগঠনগুলির মতাদর্শগত ও আচরণগত দ্বন্দ্ব ও দৈন্য অনাবৃত করে দেয়; আর ধর্মপ্রাণ নিঃসহায় গ্রামীণ আবোর মানুষজন 'অতশত' না-ভেবে বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া বিশ্বাস ও বোধ কাঁধে নিয়ে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' খুঁজে বেড়ায় জীবনভর। অন্যদিকে, ফকির-দরবেশদের অবর্তমানে 'দীন' ইসলামের প্রচারে নামেন—দেওবন্দ দারুল উলুস কিংবা বেনারস জামিয়া সালাফিয়ার ডিগ্রিধারী, যার নিজের জীবনই ঘটমান বাস্তবের তীব্র আর্থ-সামাজিক ধাক্কায় ইতিমধ্যে টলমল এবং প্রাপ্তিকায়িত; আর তারপর, পাশের গ্রামের মসজিদের আটশো টাকার ইমাম হয়ে একটা খারিজি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য হাতে চাঁদার রসিদ নিয়ে 'ফিতরা' কিংবা কোরবানির পশুর চামড়ার টাকার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘোরেন, সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও থাকে, তাদের দুই চোখের ঘোলাটে চাহনিই জানিয়ে দেয়—তাদের আর্থিক ও পারিবারিক নিরালম্বতা; আর ধর্মশিক্ষার আবেগ গাঢ় হবার আগেই তাদের অকাল 'সংসার প্রবেশ' ঘটে। এই 'প্রবেশ সময়' রাষ্ট্রমান্য কি না, কিংবা এমন শিক্ষক, ছাত্র বা ছাত্র দম্পতির সংখ্যা কত—সে হিসেব রাখার সময়

নেই রাষ্ট্রের, অথচ রাষ্ট্র হুংকার ছাড়ে—ছেলে হোক, বা মেয়ে হোক, ২টির বেশি পয়দা কোরো না। সরকার অস্থির হয় 'ভোটার' ভাবনায়, আর ব্যয়বরাদ্দ বাড়ে মাদ্রাসা-শিক্ষায় (যদিও শতকরা ১০ ভাগের কম মুসলিম ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ে), আরও বেশি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা চাই—, নাহলে 'চোরা'-স্রোত মূলস্রোতে আসছে না, 'চোর' আর 'চর'-এ ভরে যাচ্ছে দেশ। আবার, পরিবারের প্রথম কলেজ উত্তীর্ণ মুসলিম যুবক চাকরির প্রতিযোগিতায় জোর ধাক্কা খেয়ে গ্রামের মোড়ে বা স্থানীয় বাজারে ঘড়ি বা ইমিটেশন বা হোমিওপ্যাথির দোকান খোলে, অথবা সীমান্ত এলাকায় কালোবাজারি বা হেরোইন পাচারের সহজ রাস্তায় বড়োলোক হবার খোয়াব দেখে। আর যে স্বল্পসংখ্যক ভাগ্যবান বিদ্যায়তনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পান, তারা স্বধর্মী সমাজের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বৃহত্তর সংখ্যাগুরু সমাজের স্রোতে মিশে বুদবুদ হতে চান; এবং তারপরে তৈরি হয় মুক্তমনের সংকট।

অন্যদিকে, গত শতকের নয়ের দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলিম নারীর শিক্ষার হার ও আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজনৈতিক অধিকারবোধও ক্রমাগত তীব্র হয়েছে। সাইকেল চড়ে তারা স্কুল কলেজে যায় নির্বাধে, ধর্মবাদীদের নীরব ভ্রূকুটিকে তারা পাত্তাই দেয়নি। উচ্চবেতনের চাকরির দ্বার সেভাবে না খুললেও—শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, সর্বশিক্ষা প্রকল্প, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যপ্রকল্পের চাকরিতে মুসলিম মেয়েদের যোগদান বেড়েছে। পঞ্চায়েত পরিচালনায় মুসলিম মেয়েদের বলিষ্ঠ ভূমিকা ও স্বচ্ছতা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পৌরুষে ঘা দিয়েছে, এমনও হয়েছে—, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা বধূর অশিক্ষিত স্বামীকে সাক্ষর করার দায়ভার নিতে হচ্ছে তাকে। আর অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মুসলিম মেয়েদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের উদ্যম ও নিষ্ঠা—শুধু তার আর্থিক মুক্তি নয়—, প্রতিস্পর্ধী সামাজিক আন্দোলনেরও জন্ম দিয়েছে; ফলে ধর্মীয় সংগঠনের আমীর-ওমরাগণ সদ্যজাগ্রত নারীচেতনার মুক্ত-পরিসর শৃঙ্খলিত ও স্বর্গমুখী করতে ক্রমাগত কোরান ও হাদিসের নারী অধিকারের প্রশ্নহীন বাণী উদ্ধারে উদগ্র : অস্বচ্ছ পুরুষ আল্লার নেক্‌বান্দা সেজে নারীকে ক্রমাগত শাসায়—, 'স্বামীর পায়ের তলে জান্নাত'; আর আহত পুরুষ তার যাবতীয় অপচয়, অস্বস্তি, অস্মিতা ও নীচতা কাটাতে নারীকেই 'পোশাকি' ঢাকা দিতে উৎসাহ দেয়; এবং উপনিবেশবাদী ও স্বাদেশিক প্রতিবেদনগুলি—আত্ম-মুক্তিকামী মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক ও স্বগত সত্তাকে (alter-ego) অস্বীকার-ই করতে চায়।[১৫] আশার কথা, পুরুষতন্ত্রের এই অস্বীকৃতি ও তার একবাচনিক সৌধে ফাটল ধরানোর প্রতিস্পর্ধা ও কৃৎকৌশল নারীর স্বতসিদ্ধ :

"মানবিক আয়তনে দখলদারি কায়েক রেখে পুরুষতন্ত্র যাকে চিরদিনের মতো অপূর্ণ রাখতে চাইছিল, তাকে দ্বিবাচনিক চেতনার সাহায্যে পূর্ণতা দিতে চাইছে নারীসত্তা। পুরুষকে প্রত্যাখ্যাত অপর ভেবে নয় (যদিও পুরুষ নারীকে তাই করে এসেছে), প্রতিবাদ ও সহযোগিতার অনেকান্তিক সমন্বয়ে নারীচেতনা যেন বার্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বাখতিনের "Dialectic model for an alternative vision of human subjectivity and the self-other relations upon which it is predicated" (পিয়ার্স : ১৯৯৪ : ৯২)। নারী জানতে চাইছে যেন, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার প্রকৃত নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব। নারীর পরিসর জগৎ ও জীবনে স্বতঃসিদ্ধ।"[১৬] আবার, দেশে-বিদেশে ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে মুসলিম নাম-উচ্চারণ ও শনাক্তকরণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-জনগোষ্ঠীর ঘৃণা ও অবিশ্বাস, পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রচ্ছন্ন দোষারোপ ও রাজনৈতিক-প্রশাসনিক হুমকি, অনুপ্রবেশের রাজনীতি এবং তার ফলে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্রমসংকুচিত অবস্থান ও মনস্তত্ত্ব—প্রান্তিকায়িত জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি প্রান্তবর্তী ও অসহিষ্ণু করে তুলছে। আর এমন বিধিবিন্যাসে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ তো অনেক দূরের কথা, ব্যক্তির গড়নই অসম্পূর্ণ থাকছে এবং গোটা একটা জনগোষ্ঠীই তার ক্ষয় ও ক্ষত নিয়ে ব্যক্তির চরিত্রবিম্বে হাজির হচ্ছে। অস্তিত্বের এই অস্থিরতা, সংকট, অসহায়তা, আর্থিক নিরালম্বতা, হ্রেতাভাস, অন্তঃস্থ দ্বন্দ্ব ও তার ক্ষীণ উচ্চারণস্পৃহার তলদেশে সজীব থাকে 'লেখা'র[১৭] পরিসর ও পরিসরের নন্দন।

হাজার বাঙালি সংস্কৃতির অঙ্গনে ধর্মের অনুষঙ্গ ও অনুধ্যান ছিল ঠিকই, তবে তা ছাপিয়ে সংস্কৃতির বেগবান[১৮] শতজলঝর্নাধারায় স্নাত বাঙালি অরূপ রতনই সন্ধান করেছে চিরকাল। তাই মধ্যবিত্তের বুর্জোয়া সংস্কৃতিচর্চার-সমান্তরালে নিম্নবর্গীয় মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। যোগ, অদ্বৈতবাদ ও সুফিবাদ[১৯]-ধর্মোর্ধ্ব চেতনা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। বাংলার নদীমাতৃক পরিবেশ ও তার কোমলতা, বাংলার কৃষি ও কৃষক, বাংলার বাউল ও মুরশিদী, বাঙালির রান্নাবান্না ও খাদ্যাভ্যাস, বাঙালির আড্ডা ও আতিথেয়তা, চিত্রকলা ও স্থাপত্য, সর্বোপরি বাঙালির ভাষাচেতনা[২০] ও লিটল ম্যাগাজিন—বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু গত শতকের নয়ের দশকে আমদানিকৃত মুক্তবাজার অর্থনীতি ধাপে ধাপে ছদ্মবেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদকে বোকা বাক্সের মোড়কে জনজীবনে চালান করে দিয়েছে, আর বহুজাতিক সংস্থাগুলি ঠিকে নিয়েছে দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের : "সাংস্কৃতিক পরাধীনতা একমাত্র তখনই হয়, যখন নিজেক ঐতিহ্যগত ভাবধারা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি চাপা পড়ে যায় তুলনামূলক বিচার অথবা প্রতিযোগিতা ছাড়াই এবং একটা বিজাতীয় সংস্কৃতির নতুন পরিমণ্ডল ব্যক্তিকে ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসে। এই পরাধীনতাই হল চেতনার দাসত্ব যা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হতে পারলে মনে হয় চোখের উপর থেকে একটা আবরণ সরে গেল। তখন এক নবজন্মের অভিজ্ঞতা জাগে। তাকেই বলি মননের ক্ষেত্রে স্বরাজ।"[২১]

পলে, আব্বাসউদ্দীন ও আবদুল আলিমের জায়গা নিয়ে নেয় মিউজিক ব্যান্ড; আর বাংলার বাউল, লোকগীতি, পল্লীগীতি, গম্ভীরা, আলকাপ ও গ্রামীণ যাত্রাদলের স্থলাভিষিক্ত হয় 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' রিমিক্স, বাউলের সাধ্য আসর কেড়ে নেয় অর্কেস্ট্রার গ্রুপ। আলকাপের খোলা সজীব গ্রাম্যতাকেও লজ্জায় ফেলে দেয় হিন্দি ফিল্মের নায়িকার 'রকমসকম' : বিশ্বায়নের জোয়ারে অভিন্ন হয় গ্রাম ও শহরের সংস্কৃতি; আর রাজনৈতিক মিছিলে কলকাতায় ধা ধা রোদে হাঁটে—হাঁটতে হয় উদাস বাউলকে—সুরের অধিকার আদায় হবার আশায়। টিভিতে নায়িকার পাতলা ঠোঁট

'নির্মল' গ্রামের স্লোগান ঝাড়ে; তবুও গ্রামের হা-ভাতেরা শৌচাগারের জন্য সরকারি বরাদ্দ হজম করে ফেলে, আর পেট-খারাপ হলে তারা ঝোপ-ঝাড় খুঁজে বেড়ায় আজও।

এই বাস্তবতার গভীরে তবুও—। **লোকশ্রুতি,** লোকবিশ্বাস, মিথ, কল্পনা, স্বপ্ন, **লোকজসংস্কৃতি** এবং ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেই পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর মুসলিম গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তার সংস্কৃতিকে ও তার আত্মপরিচয়কে—ধরে রাখতে চায়; আর বাঁধা বয়ানের অন্তর্দেশে সতত সজীব রাখে বিশ্বাসের মর্মকথা। অনির্দেশ্য এক গতিমুখ্য প্রক্রিয়ায় জনগোষ্ঠীর এই সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের রূপান্তর ও অগ্রগতি [২২] ঘটে বটে, তবুও 'একত্ব' (Oneness) ও 'অপরতার' (Otherness)[২৩] অন্তঃস্থিত চাপে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি—শেকড়সন্ধানেই উৎকর্ণ হয়।

সূত্র নির্দেশ

১. (ক) জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী; বাঙালীর আত্মপরিচয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ; গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১; পৃ. ১৫৮।
(খ) Sufia Ahmed : Muslim Community in Bengal; Dacca, 1974; P-273-74

২. অমলেন্দু দে; স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি; রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৩৮।

৩. বদরুদ্দীন উমর; সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা; প্রাচ্যবিদ্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৭-২৮।

৪. (ক) নাজমা জেসমিন চৌধুরী; বাংলার উপন্যাস ও রাজনীতি, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৬৮।
(খ) এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী; ভারতীয় মুসলমান ও স্বাদেশিকতা; ঢাকা, ১৩৭০, পৃ. ৭৯ (দ্র. তদেব, পৃ. ২৬৯)।

৫. কাজী আবদুল ওদুদ; বাংলার মুসলমানের কথা; স্বদেশ সমকাল গ্রন্থমালা-২; নিবন্ধ সম্মোহিত মুসলমান, মৃত্তিকা, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৩

৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, কালের যাত্রার ধ্বনি; জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা; ২০০২, পৃ. ৩১

৭. আখাতারুজ্জামান ইলিয়াস; সাংস্কৃতিক ভাঙা সেতু; নয়াউদ্যোগ, কলকাতা, ২০০০; পৃ. ৬০-৬১

৮. তদেব, পৃ. ৬২

৯. তদেব, পৃ. ৮-৯

১০. সুদীপ্ত কবিরাজ : বঙ্কিমচন্দ্র ও সৃষ্টিকল্পের বিষণ্ণতা; রণবীর চক্রবর্তী, কুণার চক্রবর্তী ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)।
: সমাজ-সংস্কৃতি সাহিত্য—অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ; আনন্দ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৮১।

১১. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস; গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : নিম্নবর্গের ইতিহাস; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা; ২০০১, পৃ. ১৫

১২. আসহাবুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশে কৃষিপ্রশ্ন : তত্ত্ব ও বাস্তবতা; (সম্পাদকের ভূমিকা); ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা; ১৯৯৭, পৃ. ১২-১৩।

১৩. তদেব, সৈয়দ আলী কবীর : বাংলাদেশে ভূমিব্যবস্থা; পৃ. ১৭২

১৪. তদেব, রঙ্গলাল সেন : বিপ্লব ও কৃষক : একটি তাত্ত্বিক বিতর্ক, পৃ. ১২৬

১৫. Ania Loomba : Colonialism/Post Colonialism; Routledge; 2005\ P-185-186।

১৬. তপোধীর ভট্টাচার্য; বাখতিন :তত্ত্ব ও প্রয়োগ; প্রবন্ধ বাখতিন ও নারীচেতনাবাদ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা; ১৯৯৬, পৃ. ৪৮।

১৭. Susan Sontag (Edited & Introduced) : A Barthe Reader; Vintage; 2000; P.188।

১৮. গোপাল হালদার; বাঙালী সংস্কৃতির রূপ; অগ্রণী বুক ক্লাব, কলকাতা; ১৯৪৭, পৃ. ৩৯।

১৯. আহমদ শরীফ; বাঙলার সুফী সাহিত্য; সময় প্রকাশন, ঢাকা; ২০০৩, পৃ. ২৭।

২০. গোলাম খুরশিদ; হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৫০৪।

২১. কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য : মননে স্বরাজ, অঞ্জন সেন, বীরন্দ্রে চক্রবর্তী, উদয়নারায়ন সিংহ (সম্পাদিত) : ইউরোকেন্দ্রিকতা ও শিল্পসংস্কৃতি, গাঙ্গেয়পত্র, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১।

২২. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত) : আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী (১ম খণ্ড); বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৩

২৩. Stuart Hall : Cultural Identity and Diaspora; Patrick Williams & Laura Chrisman (Edited & Introduced)
: Colonial Discowrse And Post Colonial Theory : A Reader; Harvester Wheatsheaf; 1993; P.393-395।

Alauddin Mandal, Assam University, Silchar